রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৪৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৮, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১৭—৬৩১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৮৩—১৪১৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৫১—১৩৬২
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ ভাদ্র ১৪২৮/২৬ আগস্ট ২০২১

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.৩১.০১২.২১-৩২৯**—যেহেতু, জনাব ফারহানা জাহান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা বিগত ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, কোন প্রকার ছুটির অনুমোদন ছাড়াই কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা কর্তৃক বিগত ০২-১২-২০২০ ও ০৭-০১-২০২১ তারিখে তাঁকে কারণ দর্শানো হলে তিনি নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও জবাব প্রদান না করায় পুনরায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ০১-০২-২০২১ তারিখ কারণ দর্শানোর পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি ০৪-০২-২০২১ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করলেও ক্রমাগতভাবে সরকারি চাকরিতে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর জবাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক, বিভ্রান্তিকর ও শিষ্টাচার বর্হিভূত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে যা ভিত্তিহীন এবং সন্তোষজনক নয় মর্মে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়েছে;

যেহেতু, জনাব ফারহানা জাহান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন (Desertion)" এর অভিযোগ রয়েছে।

সেহেতু, জনাব ফারহানা জাহান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-কে ২৮-১০-২০২০ তারিখ হতে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকারী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ শ্রাবণ১৪২৮/১২ আগস্ট ২০২১

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৬.০০৭.৯৪.(অংশ)/১৩৯**—বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ গঠন সংক্রান্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৬.০০৭.৯৪ (অংশ)/৬১ তারিখ : ২৫ মার্চ ২০১৯ আংশিক সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ এর ৫(১) উপধারা অনুসারে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ পুনর্গঠন করা হলো :

১.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	কাজী কেরামত আলী, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-১	সদস্য
৩.	জনাব অসীম কুমার উকিল, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোণা-৩	সদস্য
৪.	বেগম সুবর্ণা মোস্তফা, মাননীয় সংসদ সদস্য, সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩০৪	সদস্য
৫.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সহসভাপতি
৬.	সচিব, অর্থ বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৭.	সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৮.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৯.	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১০.	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য
১১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা	সদস্য
১২.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	সদস্য
১৪.	ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৫.	অধ্যক্ষ, সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
১৬.	যুগ্মসচিব/উপসচিব (অধিশাখা-৭), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	জনাব মোঃ মনজুরুল আহসান বুলবুল, বিশিষ্ট সাংবাদিক	সদস্য
১৮.	জনাব খায়রুল আনাম শাকিল, সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব, সহসভাপতি, ছায়ানট, ঢাকা	সদস্য
১৯.	বেগম মিনু হক, সভাপতি, নৃত্যশিল্পী, সংস্থা, ঢাকা	সদস্য
২০.	জনাব রামেন্দু মজুমদার, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সম্মানিক সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট	সদস্য
২১.	জনাব কামাল বায়েজীদ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ঢাকা বিভাগ	সদস্য
২২.	জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, চট্টগ্রাম বিভাগ	সদস্য
২৩.	অধ্যাপক মলয় ভৌমিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজশাহী বিভাগ	সদস্য
২৪.	অধ্যাপক মোঃ বজলুল করিম, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, খুলনা বিভাগ	সদস্য
২৫.	সৈয়দ দুলাল, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বরিশাল বিভাগ	সদস্য
২৬.	জনাব আকরামুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সিলেট বিভাগ	সদস্য
২৭.	জনাব বিপ্লব প্রসাদ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রংপুর বিভাগ	সদস্য
২৮.	জনাব মো: সারওয়ার জাহান, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ময়মনসিংহ বিভাগ	সদস্য
২৯.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা	সদস্য-সচিব

২। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ এর ৫(২) উপধারা অনুসারে পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ, ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, একজন মনোনীত সদস্য যে কোন সময় সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন।

৩। গঠিত পরিষদ পুনর্গঠন/বাতিলের ক্ষমতা সরকার বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করে।

৪। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ এর ১২(১) উপধারা অনুসারে পরিষদ প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আ.স.ম হাসান আল আমিন
উপসচিব (বিকল্প)।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ ভাদ্র ১৪২৮/০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং **১৫.০০.০০০০.০১৯.১১.০০৪.১১-৪৪**—বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন-২০১৮-এর ৭ ও ৮ ধারা মোতাবেক গত ১৫ জুলাই ২০২০ তারিখের ১৫.০০.০০০০. ০১৯. ১১.০০৪.১১-১৬৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনে পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত বোর্ডের পরিচালক জনাব আতিকুল্লাহ খান মাসুদ এর মৃত্যুর কারণে সৃষ্ট শূন্য পদে দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক জনাব শ্যামল দত্ত- কে বর্তমান বোর্ডের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

চলচ্চিত্র-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ ভাদ্র ১৪২৮/১৬ আগস্ট ২০২১

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০০১.২১.২২১**—২০২০ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী ২০২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলো মূল্যায়ন করে পুরস্কার প্রাপকদের নাম সুপারিশ করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে জুরি বোর্ড গঠন করা হলো :

১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সভাপতি
২.	যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা	সদস্য
৫.	চেয়ারম্যান, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	জনাব মুশফিকুর রহমান গুলজার, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক, বাড়ী-৫৬, সড়ক-৬/সি, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা	সদস্য
৭.	জনাব হাসান মতিউর রহমান, গীতিকার ও সংগীত পরিচালক, ২৮৭/৩/বি নয়াটোলা (আমবাগান), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭	সদস্য
৮.	জনাব আসাদুজ্জামান মজনু, মহাসচিব, চিত্রগ্রাহক সংস্থা, ফ্ল্যাট নম্বর-এ/৩, ৫,৬,৬/১ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫	সদস্য
৯.	জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকী, বিশিষ্ট অভিনেতা, বাসা-১৩/এ, ১নং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা	সদস্য
১০.	বেগম সালমা বেগম সুজাতা(সুজাতা আজিম), বিশিষ্ট অভিনেত্রী, বাসা-১৪৩/১৪৪, ব্লক-ডি, রোড নম্বর-৬, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ রফিকুল আলম, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, ২/১৪০১ ইস্টার্ণ উলানিয়া, ২নং সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০	সদস্য
১২.	জনাব শ্যামল দত্ত, সম্পাদক, দৈনিক ভোরের কাগজ, কর্ণফুলী পয়েন্ট, মালিবাগ, ঢাকা	সদস্য
১৩.	ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ঢাকা	সদস্য-সচিব

০২। জুরি বোর্ডের কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(০১) জুরি বোর্ড ২০২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র দেখে পুরস্কারের জন্য চলচ্চিত্র, শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নাম সুপারিশ করবে;

(০২) জুরি বোর্ড গঠনের পর বোর্ড পুরস্কারের জন্য চলচ্চিত্র আহবান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরস্কারের বিবেচনার নিমিত্ত চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবে;

(০৩) চলচ্চিত্র সংগ্রহ করার পর জুরি বোর্ড সে সব স্ক্রিনিং, পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে বিবেচ্য বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

(০৪) আজীবন সম্মাননা ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রয়োজনীয় মনে হলে জুরি বোর্ড একাধিক চলচ্চিত্র ও ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করতে পারবে;

(০৫) কোনো ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কারের জন্য যথাযোগ্য মনে না করলে জুরি বোর্ড সেক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সুপারিশ না করার কারণ উল্লেখ করতে হবে।

(০৬) জুরি বোর্ড পুরস্কারের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুখ্য সুপারিশের পাশাপাশি বিকল্প সুপারিশও প্রদান করবে;

(০৭) জুরি বোর্ড পুরস্কারের জন্য সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের জীবন-বৃত্তান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য সুপারিশমালার সাথে দাখিল করবে;

(০৮) উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা ও কার্যক্রম; এবং

(০৯) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের সুপারিশমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জুরি বোর্ড গঠন সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

০৩। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচিত হবে:

০১	আজীবন সম্মাননা	১৫	শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক
০২	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	১৬	শ্রেষ্ঠ গায়ক
০৩	শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	১৭	শ্রেষ্ঠ গায়িকা
০৪	শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	১৮	শ্রেষ্ঠ গীতিকার
০৫	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক	১৯	শ্রেষ্ঠ সুরকার
০৬	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে	২০	শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার
০৭	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে	২১	শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার
০৮	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে	২২	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা
০৯	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে	২৩	শ্রেষ্ঠ সম্পাদক
১০	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে	২৪	শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক
১১	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে	২৫	শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক
১২	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পি	২৬	শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক
১৩	শিশু শিল্পি শাখায় বিশেষ পুরস্কার	২৭	শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা
১৪	শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক	২৮	শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান

০৪। জুরি বোর্ডের কোনো সদস্য অথবা তার পরিবারের কোনো সদস্যের নাম এই বোর্ড কর্তৃক বিবেচ্য বছরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচনাধীন থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্য আর জুরি বোর্ডের সদস্য থাকতে পারবেন না। একই ক্ষেত্রের অন্য কোনো ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন।

০৫। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড জুরি বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

০৬। নীতিমালা অনুযায়ী সুপারিশ প্রণয়ন করে জুরি বোর্ড আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

০৭। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৪ ভাদ্র ১৪২৮/১৯ আগস্ট ২০২১

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.২৭.০০১.১৯-২৩৩(৫)**—মিস্ সেলিনা বেগম, প্রযোজক, মেসার্স নিপা মাল্টিমিডিয়া, ৮০/৩, ভি.আই.পি. রোড, কাকরাইল, ঢাকা কর্তৃক নির্মিত 'সাহস' নামক চলচ্চিত্রটি The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment, 2006) এর 4B(1) ধারা লংঘন করে আপিল আবেদন দাখিল করায় তা নাকচ করা হলো।

২। আপিল আবেদন নাকচ হওয়ার কারণে উক্ত চলচ্চিত্রটি একটি সনদপত্রবিহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো।

৩। এ চলচ্চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটি বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ শ্রাবণ ১৪২৮/০৪ আগস্ট ২০২১

নং **৩০.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.২১.২৭৭**—পর্যটন শিল্পে যে কোন সময় বহিঃব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ/ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা/তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদির কারণে দেশের পর্যটন শিল্পে সৃষ্ট যে কোন সংকট মোকাবেলা এবং উক্ত সংকট উত্তরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের

জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের গত ১০-০৩-২০২০ তারিখের ৩০.০০.০০০০.০১৬.২২.০১.২০১৯-১১১ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত "পর্যটন শিল্পের সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি" আংশিক সংশোধনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সভাপতি
২	প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়, (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (উপসচিব/পরিচালক পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (উপসচিব পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রানজিশনাল ক্রাইম ইউনিট	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	চেয়ারম্যান, টুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২০	সভাপতি, হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২১	সভাপতি, ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২২	সভাপতি, ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৩	সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৪	সভাপতি, ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৫	পরিচালক ও প্রাক্তন ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই	সদস্য
২৬	প্রতিনিধি, এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৭	সভাপতি, বিডি ইনবাউন্ড	সদস্য
২৮	চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম ডেভেলপার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৯	সভাপতি, ট্যুরিজম এডুকেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
৩০	মহাসচিব, Pacific Asia Travel Association (PATA) বাংলাদেশ চাপ্টার	সদস্য
৩১	উপ-পরিচালক (বিপণন ও জনসংযোগ), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

১. **চিহ্নিতকরণ:** বিপদ এবং সংকট আসার আগেই তা চিহ্নিতকরণ;

২. **বিশ্লেষণ:** সংকটের ধরণ, এর মাত্রা, সময়, সম্ভাব্য প্রভাব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা;

৩. **পরিকল্পনা:** সংকট মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৪. **মনিটর করা:** পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এর প্রভাব মনিটর করা;

৫. **নিয়ন্ত্রণ:** মনিটরিং রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা পরিবর্তন;

৬. **অবহিতকরণ:** উক্ত পাঁচটি পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিতকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
উপ-সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

পর্যটন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ শ্রাবণ ১৪২৮/১২ আগস্ট ২০২১

নং **৩০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০০১.১৯.২৮১**—বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের পর্যটনকে আকর্ষণীয়ভাবে বিশ্ব পরিমন্ডলে তুলে ধরতে পর্যটন সম্পর্কিত "ব্র্যান্ডনেম" ও "আইকনিক ল্যান্ডমার্ক" চুড়ান্তকরণের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে টেকনিকাল কমিটি গঠন করা হল:

১।	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি	আহ্বায়ক
২।	জনাব মো: মোকাম্মেল হোসেন সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	জনাব সেলিনা হোসেন, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, লেখক, ঔপন্যাসিক	সদস্য
৪।	ড. মুনতাসির মামুন, অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	জনাব তারিক সুজাত, কবি	সদস্য
৬।	জনাব শমী কায়সার, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ধানসিড়ি কমিউনিকেশন লি:	সদস্য
৭।	জনাব জাবেদ আহমেদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(১) বাংলাদেশের পর্যটনকে আকর্ষণীয়ভাবে বিশ্ব পরিমন্ডলে তুলে ধরতে পর্যটন সম্পর্কিত "ব্র্যান্ডনেম" ও "আইকনিক ল্যান্ডমার্ক" চুড়ান্তকরণের নিমিত্ত মতামত/সুপারিশ প্রদান;

(২) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে মতামত সংবলিত প্রতিবেদন অনধিক ১ মাসের মধ্যে দাখিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
উপসচিব।

পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ

পরিপত্র

তারিখ: ১৪ ভাদ্র, ১৪২৮/২৯ আগস্ট, ২০২১

বিষয়ঃ **আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটি পুনর্গঠন সংক্রান্ত।**

নং **২০.০৬.০০০০.৬০৫.১৪.০০৪.২০/১৫৪**—বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ADP/RADP Management System (AMS) এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত নতুন অননুমোদিত প্রকল্প যাচাই-বাছাইপূর্বক এডিপি/আরএডিপিতে তালিকাভুক্তির সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বিদ্যমান সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি ২০১৬ এর সংযোজনী-'ন' তে বর্ণিত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলোঃ

আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটি

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
১	সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সভাপতি
২	প্রধান, সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৩	প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৪	প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৫	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৬	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-এর প্রতিনিধি	সদস্য

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৭	অর্থ বিভাগ-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান	সদস্য
১১	যুগ্ম-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য-সচিব

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সাধারণত কমিটির সভা অর্থবছরে ২ বার আহবান করা হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে এডিপি/আরএডিপি চলমান অবস্থায় এডিপি/আরএডিপি বহির্ভুত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন হলে প্রোগ্রামিং কমিটির বিশেষ সভা আহবান করা হবে।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি যুগ্ম-প্রধান/যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের হতে হবে।
- কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। **কমিটির পুনর্গঠিত কার্যপরিধিঃ**

- সরকার কর্তৃক গৃহীত ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর কৌশলপত্র ইত্যাদির সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংযোগ/সামঞ্জস্যতা নির্ধারণ;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন বাজেটের প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়নের সম্ভাব্যতা বা অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan) পরীক্ষা করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মপরিধির সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামঞ্জস্যতা নির্ধারণ করা;
- প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রশাসনিক ও কারিগরি সক্ষমতা বিবেচনা করা;
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে কীনা;
- প্রস্তাবিত প্রকল্প পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য কীনা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে ADP/RADP Management System (AMS) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন প্রকল্প যাচাই ও অগ্রাধিকার (উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন) নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা;
- এডিপি/আরএডিপি চলমান অবস্থায় এডিপি/আরএডিপি বহির্ভুত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা;
- বিবিধ

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

নুসরাত নোমান
উপপ্রধান।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ১৪ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৯ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

নং **৩৭.০০.০০০০.০৬৮.০২৭.০০৯.২০২১.৪৮৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ সোহেল রানা (২৭৭০৩), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), কুমিল্লা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা এর স্ত্রী বাদী হয়ে বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ হবিগঞ্জে এ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত হতে গত ১৭-১১-২০২০ খ্রি. তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয় এবং তিনি গত ০১-০২-২০২১ তারিখে ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মো: সোহেল রানা গত ১৭-১১-২০২০ খ্রি. গ্রেফতার হয়েছেন বিধায় তাঁকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন।

সেহেতু, জনাব মোঃ সোহেল রানা (২৭৭০৩), প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা), কুমিল্লা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী ১৭-১১-২০২০ খ্রি: হতে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। প্রচলিত নিয়মে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা পাবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব।

বেসরকারি কলেজ-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ভাদ্র ১৪২৮/৩১ আগস্ট ২০২১

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.৪১.০০১.১৮.১৫০**—'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮'-এর আলোকে বরিশাল মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত 'আবদুর রব সেরনিয়াবাত কলেজ' গত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ হতে সরকারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খালেদা আখতার
উপসচিব (বেসরকারি কলেজ-৬)।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বিধি ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৭ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২১ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০৭.১৬-২৮**—যেহেতু বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ১৩ তম ব্যাচের কর্মকর্তা জনাব এম ফরহাদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর: ০০৯৫), পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালক (চঃ দাঃ) হিসেবে পররাষ্ট্র সচিবের দপ্তরে সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে মিনিষ্টার (স্থানীয়) ও ডেপুটি হাইকমিশনার পদে কর্মরত থাকাকালে উত্থাপিত ১০টি অসদাচরণের (Misconduct) অভিযোগের মধ্যে ৩টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়। হাইকমিশনের তৎকালীন কাউন্সেলর (স্থানীয়) ও দূতালয় প্রধান মিজ মৌসুমী রহমানের একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবন ও স্বামীর সাথে সম্পর্ক নিয়ে বারবার অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করা, তাকে অনৈতিক ও অশোভন প্রস্তাব করা, তার সাথে নিভৃতে জৈবিক প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনার জন্য সচেষ্ট হওয়া, সব সময় অহেতুক মিজ মৌসুমী রহমানের অফিসের কাজকর্মে ভুল ধরে ও বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করে (যেমন-বাড়ীভাড়া করার এজেন্সী চৌহান এষ্টেটের ফিস সংক্রান্ত তথ্য) হাইকমিশনারের সামনে তাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করা এবং নিজে বিবাহিত হওয়া সত্বেও বিবাহিতা মিজ মৌসুমী রহমান-কে প্রেমের প্রস্তাব দেয়া ও প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ফলে কর্মক্ষেত্রে তার সাথে রূঢ় আচরণ করায় দু'জনের মধ্যেকার দাপ্তরিক সম্পর্কের অবনতি হওয়া, নিরাপত্তার দৃষ্টিতে ঝুকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামাবাদে কর্মরত থাকাকালে মাঝে মাঝে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করা, মোবাইল ফোন বন্ধ রাখার কারণে দাপ্তরিক প্রয়োজনে তার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে না পারা এবং মন্ত্রণালয়ের বিধি ও শৃংখলা শাখার তৎকালীন কর্মকর্তার নিকট হতে বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত সাক্ষ্যতে তার স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখার ভান করে শাখা কর্মকর্তার সরল বিশ্বাসে নিজের সাক্ষ্যের কপিসহ বাকী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের কপিসমূহ (শাখা কর্মকর্তার নিকট হতে) নিয়ে সটকে পড়া এবং তৎক্ষণাৎ সেগুলো তার নিকট হতে উদ্ধারের জন্য মন্ত্রণালয়ের মূল ফটকে দীর্ঘ সময়ে অপেক্ষার পর টেলিফোনে ও রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও সেগুলো ফেরত প্রদান না করে চরম বিধি বহির্ভূত কাজ করার অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী বিগত ২০১৬ সনে ০২/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব ফরহাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৫-০২-২০১৬ তারিখের এসএস(এ)-বিঃমাঃ-০২/২০১৬ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণের মাধ্যমে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলে তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় বিগত ২০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জনাব ফরহাদুল ইসলামের মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলাটি তদন্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫-০৩-২০১৮ তারিখের ১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০২.১৬ নম্বর স্মারকে রিয়ার অ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা রিয়ার অ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম কর্তৃক বিগত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের ৯.০০.০০০০.৮৪৫.৯৯.১৯৯.১৮ নম্বর স্মারকে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) অনুসারে এবং এই বিধিমালার আলোকে বর্তমানে প্রযোজ্য ও বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী 'অসদাচরণে'র অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) মোতাবেক অভিযুক্তকে চাকুরী হতে বরখাস্ত বা বিধিমালায় বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড আরোপের জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অত্র মন্ত্রণালয়ের বিগত ২০-০৭-২০২০ তারিখের এসএস(এ)-বিঃমাঃ-০২/২০১৬-৪৪ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব ফরহাদুল ইসলাম বিগত ২৭ জুলাই, ২০২০ তারিখে লিখিতভাবে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করলে দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) অনুসারে এবং এই বিধিমালার আলোকে বর্তমানে প্রযোজ্য ও বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি (৩)(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" সংক্রান্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কমিশন গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ৮০.১১০.০৩৪.০০.০০.০০৬.২০২০-৭৮ নম্বর স্মারকে জনাব

ফরহাদুল ইসলাম-কে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু জনাব ফরহাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী এবং এই বিধিমালার আলোকে বর্তমানে প্রযোজ্য ও বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি (৩)(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে ঐক্যমত পোষণ করায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী 'নিম্নপদে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু জনাব এম ফরহাদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর: ০০৯৫), পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালক (চঃ দাঃ) হিসেবে পররাষ্ট্র সচিবের দপ্তরে সংযুক্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(২)(এ) মোতাবেক এবং এই বিধিমালার আলোকে বর্তমানে প্রযোজ্য ও বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে 'নিম্নপদে অবনমিতকরণ' করা হলো অর্থাৎ তার মূলপদ পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে ২(দুই) বছরের জন্য অবনমিত করা হলো।

অভিযুক্তের উপর আরোপিত দণ্ড তার সার্ভিস রেকর্ড/ ড্রোসিয়ারে সংরক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০৭.১৬-২৯**—যেহেতু, বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ১৭ তম ব্যাচের কর্মকর্তা কাজী আসিফ আহমেদ (পরিচিতি নম্বর: ০১২২), পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকার বিরুদ্ধে বিগত ২০০৫ সালে জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত থাকাকালীন সেখানকার টেক্সটাইল ফ্যাক্টরীর মালিক এবং বাংলাদেশী শ্রমিকদের সম্ভাব্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে ঘুষ গ্রহণের জন্য সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জর্ডানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে অবহিত করা, বিগত ১লা মার্চ, ২০০৭ সালে মন্ত্রণালয়ের এসএসএ শাখার বিভাগীয় মামলায় অসদাচরণের অভিযোগে ১(এক) বৎসরের জন্য জনাব আসিফের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ডে দন্ডিত হওয়া, বিগত জুন, ২০০৯ সময়ে হাইকমিশনারের অনুমোদন ব্যতিরেকে সরকারী বাসভবনের চুক্তিপত্র নিজে নিজে সম্পাদন করার অপরাধে তিরস্কার (Censure) দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় বিগত ২০০৯ সালে বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদে কাউন্সেলর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে অফিসের দুটি গাড়ীর বিপরীতে বিপুল পরিমাণ পেট্রোল উত্তোলন করে নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে ব্যবহার করা ও একই সময়ে দাপ্তরিক ও সরকারি আবাসিক টেলিফোন অস্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা এবং বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদে কর্মরত থাকাকালে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে বিগত ২০১৩ সালে পুনরায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়ে অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩(বি) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) অনুসারে তিরস্কার (Censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; এতদসত্ত্বেও তিনি বিগত ২৭-০১-২০১৪ তারিখে পররাষ্ট্র সচিবের বরাবরে প্রেরিত পত্রে পদায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে অত্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তার ই- মেইলে অনুলিপি প্রেরণসহ মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানিয়ে কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরোধিতা করতে অন্যদের প্ররোচিত করাসহ পররাষ্ট্র সচিব-কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে তার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনপূর্বক শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষায় ৭(সাত)টি পত্র প্রেরণ করা, বদলীর আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিলম্বে যোগদান করা, পূর্বানুমোতি ব্যতিরেকে পররাষ্ট্র সচিবের কক্ষে অনভিপ্রেতভাবে প্রবেশপূর্বক শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে উত্তেজিত বক্তব্য প্রদান করে অফিসের কর্মপরিবেশ বিনষ্ট করা এবং অফিস চলাকালীন/অফিসের অভ্যন্তরে এরূপ অনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকারি চাকুরি শৃঙ্খলা পরিপন্থি হওয়ায় তার বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণ (Misconduct)-এর অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী অত্র বিভাগীয় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আসিফ আহমেদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিগত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের পম/লিএ/বিওশৃ/বিমা-০৭/৭৫৭ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণের মাধ্যমে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলে ০৫-০৩-২০১৭ তারিখে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় বিগত ১২-০৬-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জনাব আসিফ আহমেদের মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৯-০৫-২০১৭ তারিখের ১৯.০০.০০০০.৮৫৫. ২৭.০০৭.১৬-৯০ নম্বর স্মারকে জনাব কামরুল আহসান (পরিচিতি নং ০০৫৩), সচিব (দ্বিপাক্ষিক ও কন্স্যুলার), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব কামরুল আহসান কর্তৃক বিগত ২৮-০৪-২০১৭ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণে'র অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা,

১৯৮৫ বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) মোতাবেক অভিযুক্তকে চাকুরী হতে বরখাস্ত বা বিধিমালায় বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড আরোপের জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অত্র মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫-০৯-২০১৭ তারিখের ১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০৭.১৬-১৭৪ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, কাজী আসিফ আহমেদ বিগত ১৪-০৯-২০১৭ তারিখে লিখিতভাবে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করলে দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) অনুসারে এবং এই বিধিমালার আলোকে বর্তমানে প্রযোজ্য ও বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি (৩)(খ) অনুযায়ী অসদাচরণে দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" সংক্রান্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশননের পরামর্শ চাওয়া হলে কমিশন গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ৮০.১১০.০৩৪.০০.০০.০০৬.২০২০-৭৯ নম্বর স্মারকে কাজী আসিফ আহমেদ-কে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, কাজী আসিফ আহমেদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩-এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী এবং এই বিধিমালার আলোকে বর্তমানে প্রযোজ্য ও বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি (৩)(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে ঐক্যমত পোষণ করায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী 'নিম্নপদে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, কাজী আসিফ আহমেদ (পরিচিতি নম্বর: ০১২২), পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(২)(এ) মোতাবেক এবং এই বিধিমালার আলোকে বর্তমানে প্রযোজ্য ও বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩)(ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" করা হলো অর্থাৎ তার মূলপদ পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে ২(দুই) বছরের জন্য অবনমিত করা হলো।

অভিযুক্তের উপর আরোপিত দণ্ড তার সার্ভিস রেকর্ড/ড্রোসিয়ারে সংরক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাসুদ বিন মোমেন
পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ ভাদ্র ১৪২৮/১৬ আগস্ট ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৫৭৯**—কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী থানার মামালা নং-১১, তারিখ : ২৭-১০-২০১৮ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(১) (খ) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৫৮০**—গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার মামালা নং-৫৫, তারিখ : ১৮-১০-২০২০ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(আ)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

রাজনৈতিক শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৭৭.২১.০২৫.২০২১-৩১২**—আগামী ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৩১ সিলেট-৩ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অত্র বিভাগের রাজনৈতিক অধিশাখা-৬ এর স্মারক নং- ৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০১৮(অংশ-১)-১৭১, তাং ১৩-০৭-২০২১ খ্রিঃ মূলে জারীকৃত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ নং-১৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে The Arms Act, 1878 (Act XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারী করল :

"০৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ ভোর ৬.০০টা হতে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ চলাচল করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো।"

(২) যারা এ আদেশলংঙ্ঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে The Arms Act, 1878 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহে এলিদ মাইনুল আমিন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পার-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১২ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৯.০০.০০০০.১১১.০৪৩.২০১৭-১৬৮**—দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ৪(১)(এ), (বি), (সি), (ডি), ও ১৫(৪) ধারা মোতাবেক নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড পুনঃগঠন কর হলো:

সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি

ক্র. নং	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	পদবি	বিভাগ
১.	ডাঃ দিলীপ কুমার রায় রায় হোমিও হল ২৪, জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা	চেয়ারম্যান	-
২.	ডাঃ শেখ মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ৮৭, বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা	সদস্য	ঢাকা
৩.	ডা. এ. কে. এম ফজলুল হক কে এম ড্রিমল্যান্ড (৫-বি), ১০ আইস ফ্যাক্টরী রোড, চট্টগ্রাম	সদস্য	চট্টগ্রাম
৪.	ডা. মোঃ ইসরাফিল হোসেন মুন্সি ৩২/২, জাকারিয়া সড়ক, দক্ষিণ টুটপাড়া, খুলনা	সদস্য	খুলনা
৫.	ডা. আশিষ শংকর নিয়োগী ২৭/৩, মায়া-কানন, সবুজবাগ, বাসাবো, ঢাকা	সদস্য	রাজশাহী
৬.	ডা. জান্নাতুল ফেরদৌসী সৈয়দ ভবন, বাড়ি নং ১৯৮/২, থানাপাড়া, পটুয়াখালী	সদস্য	বরিশাল
৭.	ডা. আব্দুর রাজ্জাক তালুকদার ৭৮/সি, ঈসা খান রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য	ময়মনসিংহ
৮.	ডা. মো: সোহরাব হোসেন গ্রাম: কাদিহাট পো: মোজাহিদাবাদ থানা: রানীসংকর জেলা: ঠাকুরগাঁও	সদস্য	রংপুর
৯.	ডা. সৈয়দ মোহাম্মদ আলী ৭৭, কোর্ট স্টেশন, হবিগঞ্জ	সদস্য	সিলেট
১০.	ডাঃ মারিয়া ইয়াসমিন সচিব ভবন, ভবন নং-৫২, ফ্ল্যাট ৫/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা	মহিলা সদস্য	-
১১.	ডা. আশরাফুন নেছা বাসা নং-২৫, পলাশপুর গ্যাস রোড, কদমতলী, দনিয়া, ঢাকা	মহিলা সদস্য	-

নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি

ক্র. নং	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	পদবি	বিভাগ
১২.	ডাঃ কায়েম উদ্দিন সহযোগী অধ্যাপক, টাংগাইল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, টাংগাইল	সদস্য	ঢাকা
১৩.	ডাঃ মোঃ মোবাশ্বের আলী খাদেম উপাধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সদস্য	চট্টগ্রাম
১৪.	ডাঃ এস.এম মিল্লাত হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বগুড়া	সদস্য	রাজশাহী
১৫.	ডাঃ আনিসুর রহমান সহকারী অধ্যাপক, খুলনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, খুলনা	সদস্য	খুলনা

ক্র. নং	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	পদবি	বিভাগ
১৬.	ডাঃ মো: আবুল কালাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বরগুনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরগুনা	সদস্য	বরিশাল
১৭.	ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাশেম প্রভাষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিউর রহমান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরপুর	সদস্য	ময়মনসিংহ
১৮	ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক উপাধ্যক্ষ, জালালাবাদ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিলেট	সদস্য	সিলেট
১৯.	ডাঃ আশিক কুমার রায় সহকারী অধ্যাপক, দিনাজপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, দিনাজপুর	সদস্য	রংপুর
২০.	ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম রেজিস্ট্রার-কাম-সেক্রেটারী, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা	সচিব	-

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হ'ল এবং অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ৫(১) ধারা মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সাজ্জাদ হোসেন ভূঞা
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ শ্রাবণ ১৪২৮/১২ আগস্ট ২০২১

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০২.১১৬.১৬-৩০৩/১(৭)—সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ৮৪(৩) এর বিধান মোতাবেক সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) পরিচালনার নিমিত্ত ০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলোঃ

১।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	সভাপতি (পদাধিকার বলে)
২।	পরিচালক (সরেজমিন), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৩।	অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৪।	অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব (পদাধিকার বলে)
৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন	সদস্য
৬।	জনাব দিবস চন্দ্র ঘোষ (জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী) পিতা-জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ গ্রাম-জেয়ালা, পোঃ জেয়ালা নলতা, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা।	সদস্য

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু
উপসচিব।

প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ ভাদ্র ১৪২৮/০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৩.০১২.২০.৩৪০**—জাতীয় সমবায় পুরস্কার নীতিমালা, ২০১১ এর ৭.১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক গঠিত জাতীয় কমিটির ক্রমিক নং ১৫-এ জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত নীতিমালা ০২ (দুই) জন সমবায়ীকে আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য সরকার কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা
০১।	ড. সেলিনা রশিদ সম্পাদক, সেভ দ্যা লাইফ উইম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রাম+ পো: ভালুকা, উপজেলা: ভালুকা, জেলা: ময়মনসিংহ।
০২।	জনাব এস, এম গোলাম কুদ্দুস সদস্য, জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘর: থুকড়া, উপজেলা: ডুমুরিয়া, জেলা: খুলনা।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু
উপসচিব (সমবায়, প্রশাসন)।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ শ্রাবণ ১৪২৮/২৭ জুলাই ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৯.২০১৮-৩৯২**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ মনির হোসেন মোল্লা, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা, টাঙ্গাইল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মকালীন প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকার কার্যালয় স্মারক ন- ৪৬.২০৩.০০০০.০০১.১৯.১২৪-১১-৩৯৬৪ তারিখ, ০৬-০৩-২০১৬ খ্রি: মাধ্যমে আপনাকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিজাইন বিভাগ, ঢাকায় বদলী করা হয়;

যেহেতু, আপনাকে উক্ত বদলীর আদেশে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। অন্যথায় ১৬তম দিবসে আপনি আপনার কর্মস্থল হতে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত (Stand Released) হিসেবে গণ্য হবেন মর্মে উল্লেখ করা হয়। আপনি প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকার উক্ত আদেশ মোতাবেক প্রদত্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ না করায় বিগত ২২-০৩-২০১৬ খ্রি: তারিখে আপনার কর্মস্থল হতে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত (Stand Released) হয়েছেন। আপনি উক্ত আদেশানুযায়ী ডিজাইন বিভাগ, ঢাকার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বভার গ্রহণ না করায় প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের স্মারক নং- ৪৬.২০৩.০০০০. ০০১. ১১. ০৫৭.১০-৪৫৪৮, তারিখ: ১১-০৪-২০১৬ খ্রি: মাধ্যমে আপনাকে ৩(তিন) দিনের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণসহ বদলীকৃত কর্মস্থলে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে যোগদান না করার সুস্পষ্ট কারণ ব্যাখ্যাসহ জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনি উক্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ এবং কৈফিয়তের জবাব প্রদান না করায় প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের স্মারক নং- ৪৬.২০৩.০০০০.০০১. ১১. ০৫৭.১০-৪৭১৫, তারিখ-২০-০৪-২০১৬ খ্রি: মাধ্যমে ২৪-০৪-২০১৬খ্রি: তারিখের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আপনাকে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ২৪-০৪-২০১৬খ্রি: তারিখের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আপনাকে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ২৪-০৪-২০১৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানপূর্বক দায়িত্বভার গ্রহণ না করায় ডিজাইন বিভাগের কার্যক্রমে অবলাবস্থার সৃষ্টি হওয়ার কারণে প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের স্মারক নং-৪৬.২০৩.০০০০.০০১.২৭.২৩৪.০০-৪৮৩১, তারিখ: ২৬-০৪-২০১৬ খ্রি: মাধ্যমে ডিজাইন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বভার গ্রহণ না করার বিষয়ে ০৭(সাত) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি, প্রধান প্রকৌশলীর উক্ত নির্দেশনানুযায়ী জবাব প্রদান না করায় পুনরায় প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় স্মারক নং- ৪৬.২০৩.০০০০. ০০১. ২৭. ২৩৪.০০-৫০৮৮, তারিখ, ১১-০৫-২০১৬খ্রি: মাধ্যমে ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানের জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ত তলবের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল না করে ১২-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যাসহ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে ২৯-০৫-২০১৬ খ্রি: তারিখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিজাইন বিভাগে যোগদানপত্র দাখিল করেন। আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে চরম অবহেলা ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং ৪৬.২০৩.০০০০.০০১.১১.৩০৯.০২-৫৯৬৯, তারিখ ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি: মাধ্যমে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। যেহেতু, আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বদলীকৃত (Stand Released) কর্মস্থলে যোগদান না করে ৬৮(আটষট্টি) দিন পরে ২৯-০৫-২০১৬খ্রি: তারিখে যোগদান করায় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য অত্র বিভাগের স্মারক নং - স্থাসবি/পাস-১/অঃআঃ-৪/২০০৫-৯০৮, তারিখ ০১-০৯-২০১৬ খ্রি: মাধ্যমে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। আপনি পরবর্তীতে স্মারক নং -৩৪, তারিখ: ২২-০৯-২০১৬ খ্রি: মাধ্যমে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং আপনার কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক নয় মর্মে কর্তৃপক্ষ মনে করে;

যেহেতু, আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন করে কর্মস্থলে যোগদান না করে পরবর্তীতে দীর্ঘ ৬৮ (আটষট্টি) দিন পরে কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। আপনার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এর আওতাভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ মনির হোসেন মোল্লা, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা, টাঙ্গাইল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মকালীন উক্ত বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন পৌরসভা/উপজেলা (ধনবাড়ী, মধুপুর, বাসাইল, সখিপুর, ভূঞাপুর ও নাগরপুর উপজেলার তেবাড়িয়া গ্রাম) পানি সরবরাহ স্যানিটেশন কর্মসূচীর আওতায় (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত) (১) ১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন (২) ১০টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৩) ১০টি পাম্প হাউজ নির্মাণ (৪) ১০টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন (৫) ১০টি সাবমারসিবল পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন (৬) ৩৭.০০ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের) (৭) ৬টি আর্সেনিক/আয়রন রিমুভাল ইউনিট প্রেসার ফিল্টার, (ড্রইং ডিজাইনসহ) (৮) ৬টি ওভারহেড ট্যাংক (ড্রইং ডিজাইনসহ) এবং (৯) ১০টি চার কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন পাবলিক

টয়লেট নির্মাণ কাজের জন্য নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত ৬৩২.৫০ লক্ষ ব্যয় করেন;

যেহেতু, আপনি টাঙ্গাইল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মকালীন বাস্তবায়িত উল্লিখিত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা সার্কেল, ঢাকা এর স্মারক নং-৪৬.২০৩.২৬০০. ০৪১.২৭.৫২৮.১৩-১৬৫৪, তারিখ ০৬-০২-২০১৭ খ্রি: মাধ্যমে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বর্ণিত কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলন, টেন্ডার নোটিশ, তুলনামূলক বিবরণী, চুক্তিপত্র কার্যাদেশের কপি, চলতি/চূড়ান্ত বিলের কপি ইত্যাদি তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য স্মারক নং-৮০৯, তারিখ ১৪-০২-২০১৭ খ্রি: মাধ্যমে বর্তমান নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল বিভাগ, টাঙ্গাইল- কে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল বিভাগ, টাঙ্গাইল কার্যালয় হতে চাহিদাকৃত তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং এ সংক্রান্ত কোনো ডকুমেন্ট তাদের কাছে বা অফিস কার্যালয়ে নেই মর্মে জানানো হয়;

যেহেতু, আপনি বর্ণিত কর্মসূচীর জুন/২০১৪ মাসের দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনে ১০টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত কাজের বিপরীতে ব্যয় দেখানো হয়েছে ৮.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু তদন্ত কমিটি বাস্তবে কাজের কোনো অস্তিত্ব পায়নি। আপনি কাজ না করে বর্ণিত কাজের বিপরীতে ব্যয় দেখানো অর্থ আত্মসাৎ করেছেন;

যেহেতু, আপনি উক্ত কর্মসূচীর জুন/২০১৪ মাসের দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, ১০টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সরবরাহ, সংযোগ ও স্থাপন কাজ কর্মসূচীর আওতায় ছিল যা সম্পন্ন করা হয়নি। সরকারি কাজ বাস্তবায়নে আপনি চরম গাফলতি করেছেন। আপনার এই গাফলতির কারণে কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীগণ সেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছেন;

যেহেতু, আপনি আলোচ্য কর্মসূচীর জুন/২০১৪ মাসের দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনে ১০টি সাবমারসিবল পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করেছেন এবং প্রদর্শনকৃত কাজের বিপরীতে ব্যয় দেখানো হয়েছে ৬৮.৯৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু তদন্ত কমিটি বাস্তবে কাজগুলো কর হয়নি মর্মে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কাজ না করেই আপনি সম্পূর্ণ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

যেহেতু, আপনি বর্ণিত কর্মসূচীর জুন/২০১৪ মাসের দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনে ৩২.০০ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের) কাজ করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনে বর্ণিত কাজের বিপরীতে ৩২৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে অথচ উক্ত কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল ২২২.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু তদন্ত কমিটি পরিদর্শনকালে স্থাপিত পাইপ লাইনের কোনো অনুমোদিত স্থান তালিকা এবং বিলের কপি পায়নি। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর বক্তব্য ও প্রস্তুতকৃত নক্শা অনুযায়ী ১৬.০০ কিঃমিঃ পাইপ লাইনের কাজ পাওয়া যায়নি। স্থাপনকৃত পাইপ লাইনের কোনো ইন্টার কানেকশন, রোড ক্রসিং, ফিটিংস, চেম্বার, স্লুইজ ভাল্ব, হাউজ কানেকশনের কাজ করা হয়নি। শুধু নাগরপুর উপজেলার তেবাড়িয়া গ্রামে কিছু চেম্বার ও স্লুইজ ভাল্ব পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত কমিটি নক্শা ও বিলের কপি না পাওয়ার কারণে উক্ত কাজের প্রকৃত ব্যয় নিরূপণ করতে পারেনি। আপনি কাজ না করে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করে ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন;

যেহেতু, আপনি উক্ত কর্মসূচীর জুন/২০১৪ মাসের দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনে ৫টি আর্সেনিক/আয়রন রিমুভাল ইউনিট প্রেসার ফিল্টার, (ড্রইং ডিজাইনসহ) স্থাপন কাজ চলছে মর্মে উল্লেখ করেছেন এবং ৫টি আর্সেনিক/আয়রন রিমুভাল ইউনিট কাজের বিপরীতে ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৩.৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বাস্তবে কাজগুলো করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে উল্লিখিত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন;

যেহেতু, আপনি বর্ণিত কর্মসূচীর জুন/০১৪ মাসের দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনে ৫টি ওভারহেড ট্যাংক (ড্রইং ডিজাইনসহ) স্থাপন কাজ চলছে মর্মে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বাস্তবে কাজগুলো করা হয়নি এবং কোনো ব্যয় করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারি কাজ বাস্তবায়নে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। আপনার এ অবহেলার কারণে উক্ত কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীগণ কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছেন এবং কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে;

যেহেতু, আপনি আলোচ্য কর্মসূচীর জুন/২০১৪ মাসের দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনে ৯টি চার কক্ষ বিশিষ্ট টু-ইন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ চলছে মর্মে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বাস্তবে কাজগুলো করা হয়নি এবং কোনো ব্যয় করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারি কাজ বাস্তবায়নে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। আপনার এ অবহেলার কারণে বর্ণিত কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীগণ কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছেন এবং কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে;

যেহেতু, আপনি টাঙ্গাইল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মকালীন উক্ত বিভাগের আওতাধীন গৃহীত বিভিন্ন পৌরসভা/উপজেলা (ধনবাড়ী, মধুপুর, বাসাইল, সখিপুর, ভূঞাপুর ও নাগরপুর উপজেলার তেবাড়িয়া গ্রাম) পানি সরবরাহ স্যানিটেশন কর্মসূচী (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারীভাবে, অসদুদ্দেশ্যে, ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য কাজের কোনো ডকুমেন্ট/ রেকর্ড অফিসে সংরক্ষণ না করে ঠিকাদারের সাথে যোগসাজসে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছেন;

যেহেতু, আপনি ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন, উপকারভোগীগণ কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত করেছেন এবং কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। আপনার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী দুর্নীতি পরায়ণতা এর আওতাভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যেহেতু, মো: মনির হোসেন মোল্লা গত ০৬-১২-২০২০ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী চান। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে চাকুরি হতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, মো: মনির হোসেন মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশনের বিধান এবং সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মো: মনির হোসেন মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা- কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" দন্ডের পরিবর্তে একই বিধিমালার ৪(৩)(গ) অনুযায়ী "চাকরি হইতে অপসারণ" দণ্ড আরোপের বিষয়ে কমিশন একমত পোষণ করে;

সেহেতু, মো: মনির হোসেন মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এবং ৩(ঘ) অনুযায়ী দুর্নীতি পরায়ণতার অপরাধে একই বিধিমালার ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হইতে অপসারণ" গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ শ্রাবণ ১৪২৮/১১ আগস্ট ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৩২.২০১৫.৫০৭**—রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৯নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ রেজাউন নবী (দুদু), পিতা: মৃত রইস উদ্দীন আহম্মেদ, মাতা: মৃত মাজেদা খাতুন, ঠিকানা: ডি/৭৭, দরগাপাড়া, জিপিও-৬০০০, বোয়ালিয়া, রাজশাহী গত ২৪ জুলাই ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫(ঙ) মোতাবেক রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৯নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদটি ১১ আগস্ট ২০২১ হতে এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।